



দেনার দায়ে ছেলেকে খুন করে আত্মঘাতী বাবা, গড়িয়ায় চাঞ্চল্য

স্টাফ রিপোর্টার: বাবা ও ছেলের রহস্যময় মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল গড়িয়ায়। দেনার দায়ে ছেলেকে খুন করে বাবা আত্মঘাতী হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। শনিবার গড়িয়ার নবশ্রী বাজার শিবমন্দির এলাকায় একটি বাড়ি থেকে রহস্যজনকভাবে বাবা ও ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার করে সোনারপুর থানার পুলিশ। নবশ্রী বাজার শিবমন্দির এলাকায় ছেলে গোপালকে নিয়ে থাকতেন সুরত দাস। শনিবার সকালে সুরত দাসের বাড়ির দরজা খুলতে দেখা যায়নি। দীর্ঘক্ষণ দরজা খুলতে না দেখে সন্দেহ হয়। অনেক ডাকাডাকিতেও বাবা ও

ছেলের কোনও সাদা পাননি প্রতিবেশীরা। বাধ্য হয়ে বাড়ির জানালার কাঁচ ভাঙে প্রতিবেশীরা। তখনই বিষয়টি সামনে আসে। সুরত দাসকে ঘরের মধ্যে খুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। ছেলে গোপালকে বিছানায় রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপরেই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় সোনারপুর থানার পুলিশ। পুলিশ বাবা ও ছেলের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। সুরতের খবর, ওই ঘর থেকেই না কি উদ্ধার হয়েছে সুইসাইড নোট। তার থেকেই জানা গিয়েছে, অনেক দেনা ছিল সুরতবাবুর। তার জন্যই ছেলেকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। তার

উপর বেশ কয়েক বছর আগেই তাঁর স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সেই সময় থেকেই ভেঙে পড়েছিলেন সুরত দাস। কেটে সুরত দাস গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী। তারপর থেকেই বাড়িতে ছেলেকে নিয়ে থাকতেন সুরত দাস। ছেলে বরদাপ্রসাদ স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত। মা ছিল না বলে প্রতিবেশীরা তাকে ভালবাসত। বাবা যখন কাজে যেতেন, তখন স্কুল থেকে ফিরে কোনও কোনও প্রতিবেশীর বাড়িতেই সময় কাটাতে গোপাল। এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, সেটা প্রতিবেশীরা আঁচ করে তৈরি করে। পুলিশ সূত্রে খবর, যে ঘর থেকে বাবা ও ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, সেই ঘর থেকেই একটি রক্তমাখা ছুরি উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ছুরি দিয়েই সুরত দাস ছেলে গোপালের



ছেলেকে নিয়ে ওই বাড়িতে থাকতেন। দিনে দিনে বাড়ি ছিল দেনা। এর জেরে মানসিক অবসাদেই ছেলের গলার নলি

মোমো সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইনফোসেক ফাউন্ডেশন

স্টাফ রিপোর্টার: ইনফোসেক ফাউন্ডেশন একটি সাইবার সুরক্ষা বিষয়ক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যার সদর দফতর কলকাতা ছাড়াও ভারত ও পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে ইতিমধ্যেই এদের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে। তথ্য সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয়, প্রতিষ্ঠান দফতরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমন্ত্রণের কাছে আরও সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সংস্থা বলতে সরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, নিয়োগ, নির্মাণ সার্ভিস প্রভেদিভার ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অর্থকরী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। জনসচেতনতায় এর আগ্যেও ইনফোসেক ফাউন্ডেশন বিভিন্ন নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে যেমন রায়নসামওয়্যার, ব্রু হোয়েল গেম, এটিএম ক্রোনিং/স্ক্রিমিং ইত্যাদি। একইভাবে সাধারণ মানুষের সুরক্ষার স্বার্থে ও মোমো আতঙ্ক দূর করার জন্য এই নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। ইনফোসেক ফাউন্ডেশন গবেষণা দল কলকাতা চ্যাটটারের সদস্য আবির্ আতর্ষী মিলে দ্রুত এই নির্দেশাবলী সংকলিত করেছেন। আজকের ইন্টারনেট যুগে নিয়ন্ত্রণ ও পরিশীলিত ব্যবহারের মাধ্যমে অভিভাবকদের রোল মডেল হয়ে উঠতে হবে তাদের শিশুদের কাছে। সহজ নিয়মাবলী যেমন লোকেশন অ্যাপ ইন্সটল না করা, অজানা অচেনা লিঙ্ক এ ক্লিক না করা, আধার প্যান ইত্যাদি তথ্য হোয়াটসঅ্যাপে না পাঠানো ইত্যাদিতে অনেক বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। মোমো গেমের লক্ষণ হচ্ছে মানসিক শক্তিকে দুর্বল করা। আর তাই প্রথমেই বাচ্চাদের বোঝানো দরকার, হলে কোন গেম নেই। বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটানো এবং তাদের আচার-আচরণের উপর নজর রাখা বিশেষ ভাবে জরুরি। শিশুদের সচেতন করা, ভরসা দেওয়া এবং নিয়মিতভাবে বোঝানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নিচে নির্দেশিকাগুলি মেনে চললে শুধু মোমো নয় আগামী দিনের এরকম অনেক বিপদ এড়াতে সক্ষম:

- অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে, ফেসবুকে কথা বলবেন না।
- মোবাইল নম্বর, জন্ম তারিখ ইত্যাদি তথ্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয়।
- হোয়াটসঅ্যাপের প্রাইভেসি সেটিং-এর পরিবর্তন করুন যাতে আপনার কন্টাক্ট লিস্টে থাকা পরিচিতরা ছাড়া বাকিরা আপনার ফটো দেখতে না পারে।
- যদি মোমো সংক্রান্ত ছবি বা গেম খেলার নিমন্ত্রণ কোন প্রোফাইল পান, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ব্লক করুন।
- আপনার শিশুর ইন্টারনেট ব্যবহার আপনার নজরদারিতে নিয়ন্ত্রণ হোক।
- বাচ্চাদের আচার আচরণের কোনও পরিবর্তন নজরে এলে ওদের সঙ্গে কথা বলুন, মিশুন বন্ধুর মতন। ওদের বোঝান শেখান গেম বা এই ধরনের খেলার বিপদ সম্পর্কে।
- সোশ্যাল মিডিয়াতে অচেনা প্রোফাইল থেকে কোন গেম বা অ্যাপ ইনস্টলেশনে সাড়া দেবেন না।
- অচেনা লিঙ্ক এ ক্লিক করবেন না।
- গোপনীয় তথ্যাদি যেমন প্যানাস, আধার ইত্যাদি হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করা উচিত নয়।
- আপনার স্মার্টফোনে ভাল মানের অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করা আবশ্যিক।
- বাচ্চাদের বোঝান মোমো বলে কোন গেম নেই, অন্যের চাপে পড়ে গেম খেলার মানসিক ভীতি কাটিয়ে উঠতে ওদের সাহায্য করুন। ওদের পাশে দাঁড়ান এবং সহসঙ্গ জেগুন।
- বাচ্চাদের সঙ্গে সব সময় গল্পের ছলে বুঝতে চান যে কেউ ওদের এই ধরনের খেলায় প্ররোচিত করছে কিনা।
- হোয়াটসঅ্যাপে ছবি ও ভিডিও সেটিংস থেকে বন্ধ করে দিন।
- স্মার্টফোনে কোন অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার পর পলিসি ম্যানেজার বা সেটিংসে গিয়ে অপয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন (যেমন অ্যাডভেস বুক, এসএমএস, ক্যামেরা ইত্যাদি) বন্ধ করে দিন।

কিষান স্বরাজ সমিতির সুস্থায়ী কৃষিনীতি



স্টাফ রিপোর্টার: কিষান স্বরাজ সমিতি ২০১৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের জন্য মূলত ৫টি বিষয়ের ওপর কাজ করে আসছে। আয়ের সুরক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর কৃষকের অধিকার সুস্থায়ী কৃষিনীতি মহিলাদের স্বনির্ভরতা, এবং পুষ্টির খাদ্য সরবরাহ। সম্প্রতি আকাদেমি এই বিষয়ে এক

আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডি.আর.সি.এস.ই-র পক্ষে অর্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যের কৃষি অধিকর্তা সম্পদ রঞ্জন পাঠ। তিনি বলেন, আমাদের জনসংখ্যা যে পরিমাণ বাড়েনি। তাই চাষ বাড়তে সার প্রয়োগ করতেই হয়। মুখে যতই বলি, মানুষের চাহিদা মেনে রাখা তাইই আমাদের প্রান্তিক জমি ও প্রান্তিক চাষের ওপর গুরুত্ব দিই। মূলত জৈব চাষের মাধ্যমে কীভাবে মানুষের জন্য বিষহীন ফসল উৎপাদন করা যায় এবং মাটি, জল এবং ফসলের আবর্তন ও ভারসাম্য ধরে রাখা যায়। সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সমগ্র আলোচনাচক্র এবং এই উদ্যোগের জন্য এআইডি এবং ডিআরসিসিসি সহায়তা করেছে। এই উদ্যোগ অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ক্ষেত্র এক পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে। পুরো বিষয় পরিচালনা করেন সুরত কুণ্ডু।



‘ওয়ার্ল্ড হেলথ ডে’-তে আত্মপ্রকাশ করল ক্যালকাতা কার্ডিওলজি ফাউন্ডেশন। শহরের বিশ্বা্যত কার্ডিওলজিস্টরা শনিবার এটির উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন ক্যালকাতা ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডঃ সৌমিত্র রায়, ডঃ প্রকাশকুমার হাজরা, ডঃ গুঞ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুনীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শীতলা বালক সমিতির থিম ‘অশুভ শক্তির বিনাস ও শান্তির আভাস’

স্টাফ রিপোর্টার: গরফা শীতলাতলা বালক সমিতির প্রায় ৫০ বছরের পুরনো। এই ক্লাব যারা পন্থন করেছিলেন আজ আর তাঁরা কেউ বেঁচে নেই। এদের নিজস্ব জিম আছে। মাঠ আছে। মাঠে সারা বছর ধরে ক্রিকেট কোর্চিং, ক্যার্যাট শেখানো, ফুটবল মাঠ ইত্যাদি সব ধরনের খেলার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়। ক্লাব সদস্যদের এবং

এলাকাবাসীদের। শীতলাতলা বালক সমিতি তাদের মাঠে দুর্গা পূজো করে আসছে দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে। এবারের থিম ‘অশুভ শক্তির বিনাস ও শান্তির আভাস’। এই ক্লাবের সদস্যরাই মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরিতে হাত লাগান। মণ্ডপ বানাচ্ছেন করছেন ক্লাব সদস্য অনিতোষ দাস পোদ্দার, প্রতিমা করছেন সমীর পাল। সম্পাদক সমীর নন্দী জানান,

৪টি পূজোর ভাবনায় শিল্পী বাপাই

স্টাফ রিপোর্টার: এবার কলকাতার বৃক্রে মোট চারটে পূজোর ভাবনায় থাকছেন শিল্পী বাপাই সেন। তাঁর হাতের হেঁয়ালি এবার রূপ পেতে চলেছে গড়িয়া নবদুর্গা খ্যাত গড়িয়া মিতালি সংঘ, ভবানীপুর মুক্তদল, যোধপুর পার্ক শারদীয়া উৎসব কমিটি ও অশ্বিনীনাগর বন্ধুহল ক্লাব। বলে রাখা ভাল, গড়িয়া মিতালি সংঘের মাতৃ প্রতিমার গায়ে এবার থাকছে আসল সোনার গয়না। পূজোর কদিন পূজো প্রাপ্তে মুখরিত হবে ধামসা মাদলের সুরে অর্ধিবাসী নৃত্যের তালে। ভবানীপুর মুক্তদলের এবারের ভাবনা সৃষ্টির উল্লাসে বাংলা। যোধপুর পার্ক

শারদীয়া উৎসব কমিটির এবারের ভাবনার বিষয় নিরুদ্দেশের খোঁজে। অন্যদিকে, অশ্বিনীনাগর বন্ধুহল ক্লাবে বাপাই সেন এবার উপস্থান করছে, নই কঠিন নই শক্ত, গড়ি বাংলা দুঃখমুক্ত। এই প্রাঙ্গণে ৯০ লাখ পেরেক, চামচ, বেলচা, ফানেল, গাঁহিতি ও বালতি দিয়ে তৈরি হবে মণ্ডপ। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই চারটে পূজোর চারটে পৃথক থিম মিউজিক প্রকাশ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত তবলা বাদক পণ্ডিত মল্লার ঘোষ ও গীতিকার দেবব্রত রায় চৌধুরী ও মল্লিকা ঘোষ।

বেশি বয়সে হার্টের অসুখের মোকাবিলায় কমপ্লেক্স অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

স্টাফ রিপোর্টার: একটা সময় ছিল যখন বেশি বয়সে হার্টের অসুখ হলে রোগীকে ওষুধ দিয়ে ঘরবন্দী করে রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। তবে আত্মধুনিক টেকনোলজি ক্যাথ ল্যাব ও চিকিৎসকের দক্ষতার সাহায্যে বয়স্ক মানুষদের হার্টের জটিল সমস্যা সমাধান করাচ্ছেন কমপ্লেক্স অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির সাহায্যে। এই সম্পর্কে নানান তথ্য জানালেন কলকাতা এশিয়া হাসপাতালের কনসাল্ট্যান্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রঞ্জন শর্মা তিনি বলেন, মর্ডান মেডিক্যাল সায়েন্সের কল্যাণে মানুষের গড় আয়ু এখন অনেক বেড়েছে। আর বেশি বয়সে লাইফ স্টাইল ডিজিজ অর্থাৎ হাই ব্লাড প্রেশার, ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল এবং কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজ অর্থাৎ হার্টের অসুখের প্রবণতা বাড়ে। তাই হার্ট অ্যাটাক হলে ব্যাপারটা বেশ ডটিল হয়ে দাঁড়ায়। দ্রুত সঠিক চিকিৎসা সাহায্য না নিলে প্রাণ সংশয় হতে পারে। ৭০ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষদের ডায়াবিটিস ও ব্লাড প্রেশার থাকার স্বাভাবিক। আর সেডেভারি লাইফ স্টাইল হলে তো কথাই নেই। হার্টের অসুখের প্রবণতা খুবই বাড়ে। বেশির ভাগ মানুষ কোনও রকম শারীরিক অসুবিধে না হলে রেগুলার হেলথ চেক আপ করেন না। তাই আচমকা হার্ট অ্যাটাক হলে রোগীর অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠতে পারে। হার্ট যেকোন অনবরত অস্ত্রিয়ন যুক্ত রক্ত পাম্প করে শরীরের বিভিন্ন কোষে কোষে পৌঁছে দিচ্ছে, সেরকমই হার্টের পেশিরও বাঁচবার জন্য প্রয়োজন অস্ত্রিয়ন সমৃদ্ধ

রক্ত। হার্টে এই রক্ত পৌঁছায় করোনারি আর্টারির মাধ্যমে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তবাহী ধমনীর মধ্যে চর্বি পরিভ্রমণ জমতে থাকে। এই ব্যাপারটাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। বয়স ছাড়াও অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসের গতি বাড়িয়ে দেয় স্মোকিং, ওভার ওয়েট, এঞ্জারসাইজের অভাব, মানসিক চাপ, হাই ব্লাড প্রেশার, ডায়াবিটিস, বংশগত কারণ, ক্রটিপূর্ণ খাদ্যাভাস ইত্যাদি। ধমনীর ভিতরে প্লেক জমতে শুরু করলে হার্টের পেশি প্রয়োজনীয় রক্তের অভাবে হাঁপিয়ে পড়ে, এর ফলেই হার্টের অসুখ হয়। বেশি বয়সে অনেকেরই ধমনীর প্রাচীরে জমা কোলেস্টেরলের প্লেক জমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। এছাড়া বেশি বয়সে ডায়াবিটিস, হাইপ্রেশার, ফুসফুসের দুর্বলতা সহ নানান শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে। অনেকের আবার কিডনিও ঠিক মতো কাজ করে না। এই অবস্থায় হার্টের সঠিক চিকিৎসা না করলে রোগীর অবস্থা জটিল হয়ে পড়ে। কিছুদিন আগেও এই ধরণের হার্টের বাইপাস সার্জারির কথা বিবেচনা করা হত। কিন্তু রোগীর বয়স ও অন্যান্য শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে বাইপাস সার্জারি করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির মেশিন রোটোরোভারের সাহায্যে ডায়াবন্ড বা হিরে দিয়ে ধমনীতে জমে থাকা পাথর গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। এরই ডাক্তারি নাম অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। করোনারি আর্টারির এই ধরনের কমপ্লেক্স লিশন রোটোরোভারের সাহায্যে সরিয়ে

দিয়ে বেলুন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়। আর একেই বলে কমপ্লেক্স অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। প্রসঙ্গত, রোটোরোভারের সাহায্যে ধমনীর পাথর গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য রোগীকে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় না। বেডের পাশে রাখা মনিটরে রোগী নিজেই এই পদ্ধতিটি দেখতে পান। কুঁচকি বা হাতের ধমনী দিয়ে সূক্ষ্ম কাথিটার প্রবেশ করিয়ে সমগ্র পদ্ধতিটি করা হয়। পাথর সরিয়ে রক্ত পরিষ্কার করার পর, ওই অংশে ড্রাগ ইন্টিউটিং স্টেন্ট অর্থাৎ ওষুধের প্রলেপ যুক্ত স্টেন্ট বসিয়ে হয় পুনরায় প্লাক জমার হাত থেকে বাঁচতে। বয়স্ক এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যায় পেশেছেন এমন দেশেস্তের জন্য অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস একটি অত্যন্ত উপযোগী চিকিৎসা পদ্ধতি। রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যান। বছরে দু'বার চেকআপ করানো আর নিয়ম মেনে ওষুধ খাওয়া দরকার। সিগারেট, বিড়ির নেশা থাকলে তা অবিলম্বে ছাড়তে হবে। হাঁটা ও এঞ্জারসাইজ আর কাল নয়, শুরু করতে হবে আজই, এখন থেকেই। মনে রাখবেন একজন স্মোকারের হার্টের অসুখের সম্ভাবনা একজন নন স্মোকারের থেকে ৪-৫ গুণ বেশি। এছাড়া স্ট্রেস কমাতে নিয়মিত কয়েকটি ব্রিডিং এঞ্জারসাইজ ও প্রাণায়াম করা জরুরি। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটাও মাথায় রাখতে হবে। ভাজা খাবার অ্যাভয়েড করুন, দিনে অন্তত চার পাঁচটি সবজি ও দুটি গোটা ফল খান। বেশি বয়সে হার্টের ধমনীতে পাথর জমা আটকাতে এখন থেকেই সচেতন হন। ভাল থাকুন।

হৃদরোগ থেকে মুক্ত হতে সচেতনতা

স্টাফ রিপোর্টার: গোটো ভারতবর্ষ জুড়ে ক্রমশ হৃদ রোগের সমস্যা বেড়েই চলেছে। আমাদের জীবন-যাপন এর জন্য দায়ী। গত ২৬ বছরে ৩৪ শতাংশ মানুষের হৃদরোগের সমস্যা বেড়েছে। এর জন্য সচেতনতা অত্যন্ত প্রয়োজন। কাট এ বিষয়ে বিশেষ সচেতনামূলক প্রচার শুরু করেছে ‘বিশ্ব হার্ট ডে’ উপলক্ষে। ২০০০ সাল থেকে এই ভাবেই দেশ জুড়ে ‘ওয়ার্ল্ড হার্ট ফাউন্ডেশন’ হৃদ রোগ মুক্ত দেশ গড়তে প্রচার করছে। মানব জীবনে বাল্যকাল থেকেই প্রচার চালানো জরুরি। শনিবার স্বচ্ছমিতে শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি প্রচার চালানো হয়। উপস্থিত ছিলেন চিত্র নির্মাণ শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিনী রায়।



প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ দেবব্রত রায়, ডাঃ অরুণাঙ্ক গাঙ্গুলি, ডাঃ এমকে দাস এবং ডাঃ সৌমিত্র কুমার।



শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সর্বধর্ম সমন্বয় কমিটির পক্ষ থেকে সেই সব মানুষদের সম্মানিত করা হয় যারা কেরলের বন্যার্কদের সাহায্য করেছেন। মোবাইল ই-পেপারের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৪ জন গুণী মানুষকে সম্মানিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ নাতিম উল হক, বিশপ পিএসপি রাজু, লেফটেন্যান্ট কর্নেল নভেন্দ্র সিং, প্রবীর কুমার মিত্র সহ অন্যান্যরা। ছবি: অরুণাঙ্ক গাঙ্গুলি